নমো জগদীশ্বরায়।

পদার্থ প্রবোধাত্মক গ্রন্থ

ইদানীং

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানন্দচন্দ্র বর্ম্মণ

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া

বণিক পুষ্করিণীস্থ

সম্বাদ জ্ঞানদূত যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৫৬ সাল।

ভূমিকা।

এই বিশ্ব মধ্যে তত্ত্ব বিচারক মহাশয়রা
নানাবিধ পুস্তক রচনা বা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ
করিয়াছেন সে সকল পুস্তক বহুমূল্য এবং
বাহুল্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় অজ্ঞান বা নির্ধন
বাদী অভিনব যুবক বৃন্দের দ্বারা [illegible] [illegible]
নিচান্দ্রোদয় হইতে পারে না. অতএব
আমি বহুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানা
স্থান হইতে সংগ্রহ ও রচনা করিয়া পদার্থ
প্রবোধ নামক এই ক্ষুদ্রপুস্তক প্রচার করিলাম
যাহাতে অল্পপাঠে ঝটিতি অধিক জ্ঞান বোধ
হইতে পারে। এবং তত্ত্বার্থ বোধজ্ঞ মহানু
ভব মহাশয়দিগের সান্নিধানে মদীয় নিবেদন
এই যে আপনারা ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া
এই পুস্তকের সার গ্রহণ করিবেন। ইহার

ভূমিকা।

ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করিলাম। যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলিকাতা ইষ্টার আপিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

নির্ঘণ্ট পত্র।

পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক

গুরুবন্দনা ।

পয়ার । নমো২ গুরু তব চরণ কমলে । তোমা বিনা কে তারিবে এভব হিল্লোলে ॥ কৃপা কর কৃপাময় এ অধম জনে । অনাথশরণ্য দীন বন্ধু কৃপাসিন্ধু দানে ॥ আমি অতি দুরাশয় নাহি পুণ্য লেশ । শমন ভবনে যদি পাই বহু ক্লেশ ॥ সেই জন্য দয়াময় লইনু স্মরণ । তারিতে হইবে দীনে দিয়া শ্রীচরণ ॥ তোমার স্মরণে হয় পাপ বিনাশন । সেই জন্য সাহস মনেতে অনুক্ষণ ॥ দয়াময় নাম তব দয়া সর্ব্বজনে । নিতান্ত ভরসা ইহ আছে মম মনে ॥ পাপে নাহি করি ভয় তাপ কোন ছার । অবহেলে ভবার্ণব যবে হয় পার ॥ নিরানন্দ নাশি কর আনন্দ প্রচার । শ্রীআনন্দচন্দ্র বলে কেহ নাহি আর ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং

জ্ঞানবোধ।

পয়ার। মনপক্ষী আমি তোরে যত্নপুরঃসরে। রাখিতাম নিরন্তর মানস পিঞ্জরে॥ উৎকৃষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম ময় সুধা। পানেতে নিবৃত্ত সদা করিতাম ক্ষুধা॥ তথাপি হইত যদি জঠরের জ্বালা। খাইতে গুরুদত্ত তত্ত্বজ্ঞান ছোলা॥ শিব রাম আদি নাম করাইয়া গান। সদাভাল বাসিতাম প্রাণের সমান॥ সে সুখ অসুখ বোধ হইল অন্তরে। বলদেখি হেন পাড়া কে পড়ালে তোরে॥ ত্যজ্য করে সুখাকর মানস পিঞ্জর। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নিরন্তর॥ থেকে থেকে মনঃপক্ষি একি বিড়ম্বন। বিষম বিষম ফান্দে হইলি বন্ধন। কেমনে ঘটিল

তোরে এমন দুর্গতি। ভাব দেখি অতঃপর কি হইবে গতি॥ সুখ আশে দেশেং বেড়াইলি উড়ে। এখন সংশয় প্রাণ সঙ্কটেতে পড়ে॥ কালরূপ ব্যাধি আসি বধিলেক প্রায়। এঘোর বিপদে আর কি আছে উপায়॥ উপসর্গ কর ভ্রম ঘুচাইয়া ধাঁধাঁ। বল বাবা আত্মারাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা॥

তত্বান্বেষণ।

পয়ার॥ একি রঙ্গ মনোভৃঙ্গ কেন উচাটন। নিরানন্দ মকরন্দ বিনে অনুক্ষণ॥ স্পন্দহীন সদা ধন্দ যেন অন্ধ প্রায়। ভ্রমেতে ভ্রমহ কত আশার আশায়॥ ধৈর্য্যধর ত্যজ্যকর যত আশাবাই। বিষয় পঙ্কজ বনে আর মধু নাই॥ কোন এক স্থান আছে অতি সঙ্কোচিত। তথায় সহস্র দল পদ্ম প্রস্ফুটিত॥ কিকুল ব্যাকুল হওনা তুমি আর। শুদ্ধ মনে উদ্ধদৃষ্টে কর একবার॥ সে কমলে যেই মধু রহিয়াছে ভাই। অনুক্ষণ তৃপ্ত হয়ে পান কর তাই॥ অন্য যত

শতেং শতদল আছে। সকলি হইবে তুচ্ছ গেলে তার কাছে॥ কিন্তু আছে ভ্রান্তিরূপ কণ্টক মৃণালে। অঙ্গেবিদ্ধ হলে তুমি পড়িবে জঞ্জালে অতএব সাবধান হইয়া সাবধান। ধাবমান হয়ে গিয়া কর মধু পান॥ দেখিবে সে মকরন্দে আছে কত সুধা। ইঙ্গিতে হইবে ধ্বংস বৈষয়িক ক্ষুধা॥ প্রাপ্ত হবে হেন এক বহু মূল্য ধন। এ পঙ্কজবনে আশা হবে নিবারণ।

আত্ম বিবেক।

পয়ার॥ শুন মন অদ্যাবধি স্বতৎপর হও। শুদ্ধ সত্ত্ব সত্য ধর্ম্ম চেষ্টাকরে লও॥ নিরর্থ হইয়া মত্ত অনিত্য উৎসবে। আশা বৃক্ষে বাসা করে কতকাল রবে॥ অসার বাসার হবে আশার নিপাত। আশাব [illegible] চেষ্টা মুক্তি অচিরাত্ত [illegible] বাড়ে [illegible] ভাঙ্গিলে বৃক্ষের। সবিশেষ পতত্রি তখন [illegible] বে টের॥ কোথা রবে আত্ম [illegible] কোথা রবে আশা। মনে হবে এই ভাবে কেন হৈল আশা॥ যাত্রাকাল কে জঞ্জাল [illegible]।

জাল কাল। কাল হল কাল সম কোথা মহা কাল ॥ কি প্রচণ্ড কালদণ্ড হেরে মুণ্ড ঘোরেণ অধৈর্য্য ধূর্জ্জটি ধার্য্য সার মহা ঘোরে ॥ এই বেলা উপায় করহ কিছু তার। সে সঙ্কট দুর্জ্জয় বিপদে তবে পার ॥ ওরে মন তখন না হবি যদি সারা। হয় ভাব রাধাকৃষ্ণ নয় ভাব তারা তুমি বল তারা সারা আমি বলি হরি। ফলত পদার্থ এক অনুভব করি ॥ তাহে দ্বিধা হবে নিদা পথ পাওয় ভার। সর্ব্বং বিষ্ণু ময় জগৎ এই বাক্য সার ॥

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পয়ার। মানব জনম মন পাইয়াছ যদি। বিষয়ের বশে কেন ভ্রম নিরবধি ॥ পূর্ণ নাহি হয় কভু বিষয়ের আশা। আশায় অশেষঃ ক্লেশ সুধর্ম্ম নাশা ॥ আশার অধীন হয়ে বৃথা কাল হর। ক্ষান্তিকে আশ্রয় করি ভ্রান্তি দূর কর ॥ শুন আশু ভ্রান্ত হয়ে ধর্ম্মে রাখ মন ত্রিলোক প্রপূজ্য ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের ধন ॥ চতুর্ব্বিধ

ক্ষত্রের প্রধান ধর্ম্ম ত্যাগে। আর তিন ক্ষণ প্রবৃত্তি হয় শেষ ভাগে॥ আদরে সাধরে সেই ধর্ম্মের আচার। ঈশ্বর আপনি হন ধর্ম্ম অবতার॥ প্রধান হয়ে সদা ধর্ম্ম পথে যাও। কায় মনোবাক্যেতে ধর্ম্মের গুণ গাও॥ ধর্ম্মের বাজারে গিয়া ছাদহ দোকান। মন তুলে রাখহ যথার্থ পরিমাণ॥ মায়াডোর কাটি খোল জ্ঞানের পশরা। ক্রমেতে বাহির কর শুদ্ধার কটরা॥ পরিস্কৃত কর তাহে দিয়া স্নেহবারি। প্রেমে পূর্ণ করিয়া সাজাও সারি সারি॥ প্রযত্ন পূর্ব্বক সাধু গ্রাহকেরে ধর। মনের আনন্দে বসি বিকি কিনি কর॥ প্রেম দিয়া সাধুস্থানে ভক্তি কিনে লও। প্রবৃত্তির সহিত ভক্তির বশ হও॥ ভক্তি প্রিয় ভগবান ভক্তের অধীন। ভাবকের ভাবে সে অতি সুকঠিন॥ সর্ব্বসাক্ষী সচেতন সর্ব্ব [illegible] শ্বর। সর্ব্বসেব্য সর্ব্বব্যাপি [illegible] সুন্দর॥ সর্ব্বদা সমস্ত শাস্ত্রাসুক্ত সর্ব্বহিত [illegible] [illegible]ধার নিরাধার দ্বিতীয় রহিত॥ সর্ব্বশক্তি

সচ্চিদানন্দ সর্ব্বত্র সমান। সর্ব্বদর্শী সদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান॥ অরূপ স্বরূপ বিশ্বরূপ রূপ তাঁরি। সকলের আদ্য অন্ত সকলের সার। চরাচর আদি করি সব তাঁর মায়া। কেবা কার পুত্র কন্যা কেবা কার জায়া।

।ত্রিপদী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডঃ সকলি তাঁহারি কাণ্ডঃ তাঁহা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি লয়। তিনি মূল মূলাধারঃ অতি সূক্ষ্ম স্থূলাকারঃ বেদাগম পুরাণেতে কয়॥ ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচরঃ সর্ব্বাত্মক পরাৎপরঃ পরপদ প্রাপ্তির কারণ। যত দেখ কায়াছায়াঃ সকলি তাঁহার মায়াঃ কতরূপ করিলা ধারণ॥ শক্তিশিব নারায়ণঃ গ্রহপতি গজাননঃ এক বস্তু নানারূপ হয়। দৈত্যলোকে যতেক আছেঃ সম ভাব তাঁর কাছেঃ তৃণ শৈল ন্যূনাধিক নয়॥ সর্ব্বত্র সমান শক্তিঃ তাঁহাতে রাখহ ভক্তিঃ যদি চাহ আপনার হিত। ভবাম্বুধি দুর্নিবারঃ অনায়াসে হবে পারঃ শীঘ্র ভাবে শক্তির সহিত॥

চতুষ্পদী। শুন মন শাস্ত্র যুক্তিঃ শক্তি বিনা
নাহি মুক্তিঃ আছয়ে শিবের উক্তিঃ ভক্তি যোগে
সাধনে। যদি যাবে মোক্ষ ধামেঃ ত্বরা করি
অবিরামেঃ আনন্দময়ীর নামেঃ ধ্বজা তুলে
বাঁধনা॥ ত্যজিয়া অনিত্য সুখে, কালীং বল
মুখেঃ রবিসুত মনোদুঃখেঃ কোন কথা কবেনা
পাপ তাপ হবে দূরঃ শমনের দর্প চূরঃ পাই
বে আনন্দ পূরঃ কিছু দুঃখ রবেনা॥ ত্যজ
মন মোহমায়ঃ ভবে ভাব ভবজায়াঃ পাবে
কালী পদ ছায়ঃ সদানন্দে রহিবে। কালের
কামিনী কালীঃ সুখদাত্রী শশি ভালী ঘুচায়ে
মনের কালিঃ কোলে করি লইবে॥

মনোপদেশ।

পয়ার। বহু কিছু পতনেতে পাইয়াছি
তোরে। বদ্ধ থাক মনঃপক্ষী মানস পিঞ্জরে॥
খাওয়াইয়া গুরুদত্ত তত্ত্ব জ্ঞান সুধা। নিরন্তর
নিবারিব দ্বিধারূপ ক্ষুধা॥ বেড়াইতে দেশে২
ভ্রমো আচ্ছাদনে। সে আশা এখন পূর্ণ হইবে

কেমন ॥ জানতো হে পক্ষী এযে কঠিন পিঞ্জর।
ভগ্ন নাহি হবে রবে লগ্ন নিরন্তর ॥ অতএব
মিথ্যা কেন উড়ু২ কর। সাধ্য মতে স্থির হেতু
উপদেশ ধর ॥ চঞ্চল স্বভাবে এবং হও না
অস্থির। ধৈর্য্য ধরো পক্ষীরাজ চিত্ত কর স্থির
ভ্রমণে ভ্রমণেতে কিবা লভ্য বল। গৃহেবসে
প্রাপ্ত হবি চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ রাধাকৃষ্ণ শিব রাম
আদি সুখ নাম। আলাপনে প্রাপ্ত হবি সদা
নন্দ ধাম ॥ একারণ অনুক্ষণ বলিতেছি তোরে
বল বাবা প্রাণপক্ষী কৃষ্ণ২ হরে ॥ হরেকৃষ্ণ২
কৃষ্ণকৃষ্ণ রাম। ভক্তি ভাবে বদনেতে বল অবি
শ্রাম ॥ যুক্তি যুক্ত সুধাসিক্ত নাম আস্বাদনে।
এছার ঐহিক সুখ তুচ্ছ হবে মনে। পরমার্থ
তত্ত্বজ্ঞান স্পর্শ যদি হয়। অলীক ঐহিক সুখ
রবেনা নিশ্চয় ॥ বিশেষতঃ চিন্তা করে দেখহ
অন্তর। কস্যমাতা কস্য পিতা কস্য সহোদর ॥
দারা পুত্র আদি মিত্র কেহ কার নয়। নয়ন
মুদিলে ধাম অন্ধকার ময় ॥ তাহার প্রমাণ

ধ্যান এইরূপে নিশ্চয়। নিশা যোগে একত্রে স্থিত পক্ষিচয়॥ প্রভাত হইলে দেখ সবে পরস্পর। আপনিং স্থানে গমন তৎপর॥ অতএব মম মন শুন উপদেশ। সর্ব্বদা পরম তত্ত্ব করহ উদ্দেশ॥

দ্বিতীয়।

আদ্যান্তসমক পয়ার। কাল ক্রমেং হৈল অঘ পরম্পরা। কাল ক্রমে মনঃ তোরে কবে পাব ধরা॥ অকুলেতে ভ্রম যত হারাইলে কুল। অকুলেতে ভ্রম তত ত্যজি নিজ কুল॥ দীনতায় সদাবস্থ অন্বেষণে নিধি। দিনতায় ঘটায় যে বিপরীত বিধী॥ অশ্রুশুষ্ক অঙ্গ হৈল বিরহেতে আগ্য। অশ্রুধারে সুবেষ্টিত সদা দেখি আগ্য॥ ব্যসন বিধায় দোষা দহিতেছ অংশে। ব্যসন হইছে তবু হেরি সর্ব্ব অংশে॥ শান্তনা করিহ যদি ভাগ্য হেতু বিধি। সুপ্ত তবে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হব নিধী॥ আপন প্রদেশে মন মিথ্যা আশ আশা। আপন সম্পদ মাত্র প্রাপ্ত হৈল

আশে ।। সর্ব্বদা প্রদণ্ড মন সদৃশ্য বারণ। প্রসাদ বর্ত্মেতে কার গদত বারণ ।। চক্রভূমি ভ্রম পেয়ে সুখ হইবে কারে । চক্রভূমি মন তুমি পড়ে আছ কারে ।। ভাল ভুলে ভ্রমে ভ্রমে বাঁচিতেছ কাচ । ভাল ভুলে কুণ্ডহলে পাশ কারে কাচ ।। বলদ হইয়া ক্ষিণ তবু কেন বল । বলদ সদৃশ দেখি বিদ্যামান্য বল ।। মানী মত্ত কর্ম্ম মধ্যে যদি সদা রবি । মানি তবে তোরে মুক্তিমন্ত সমরবি ।। সুজন সদৃশ জ্ঞানে সম্পির সত্ত্বা । গজন সুন্দর মত ঘুচাইব সত্ত্বা ।।

তৃতীয় ।

পয়ার । কহ দেখি ওরে মন জিজ্ঞাসি তোমারে । কিরূপে পাইবে ত্রাণ এভব সংসারে ।। অনিত্য সংসারে হয় হরিনাম সার । অতএব মূঢ় মন তাই কর সার ।। নতুবা তোমার হবে দুঃখ অতিশয় । হরি২ বলি ডাক মন মহাশয় ।। হরি২ বলিলে জীবন মুক্ত হয় । অংতঃকালে তার ধাম গোলকে নিশ্চয় ।। নাবুঝিয়া হীত বাক্য

ভ্রম মন্দ পথে। কিমতে হইবে পার শমনের হাতে॥ মায়াতে আবৃত হয়ে দিবারাত্রে মোহ পুত্র কন্যা জন্যে ধন উপার্জ্জন কর॥ এমতে সুখ তব কভু নাহি হবে। নিশ্চয় জানিহ মন বিপদে কে মজিবে॥

চতুর্থ।

ঝিঁঝিট। ত্রিসংসার সারাৎসার॥ পূর্ণ ব্রহ্ম কর সার॥ যাতে পার হবে ভব বারি। তিনি সর্ব্বসুখাধার॥ নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার॥ জ্যোতির্ম্ময় যমভয় হারী॥ উপমা করিতে তাঁর॥ চরাচরে নাহি আর॥ যাঁর গুণ বেদে অগোচর। নিতান্ত অনন্ত অন্ত॥ যেতত্ত্বে হইয়া ভ্রান্ত॥ অনন্তাদি ক্লান্ত নিরন্তর॥ কিদ্রব্য কিগুণ কর্ম্ম॥ সামান্য বিশেষ মর্ম্ম॥ তিনি সাধ্য বায় তিনি ভাব। তিনি বহ্নি তিনি জল॥ সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম স্থূল॥ সর্ব্বঘটে পটে আবির্ভাব॥ অখণ্ড মণ্ডল আকার॥ ব্যাপ্ত যেন ত্রিসংসার॥ তিনি তেজ বায়ু ক্ষিত্যাকাশ। নির্গুণ আকার শূন্য॥ কিন্তু

উপাসনার্জন্যঃ তিম্নং মূর্ত্তি সুপ্রকাশ॥ প্রপাঞ্চ বিহীন পাঞ্চঃ তাহে মাত্র নাহি তঞ্চঃ পরস্পর অপ্রাভেদ প্রভা। বিষ্ণুরূপে চতুর্ভুজঃ শংখচক্র গদাম্বুজঃ নীলোৎপলদল জিনি আভা॥ শিব রূপে শূলধরাঃ শক্তি রূপাশক্তিকরাঃ সূর্য্যরূপে দীপ্তি প্রদায়ক। শাস্ত্র উক্ত সার কথাঃ শিব পুত্র সিদ্ধিদাতাঃ গণপতি বিঘ্ন বিনাশক॥

পয়ার। একেপঞ্চ পঞ্চে এক জানিবা নিশ্চয়॥ অতএব ভেদাভেদ কর যুক্তিনয়॥ শূন্য জ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি জনগণ। দ্বেষাদ্বেষে অন্যায়া সে অগ্রেলিপ্ত হন॥ বিশেষ কেবল ভ্রম মূলাধার তার। যাহাহতে ভেদাভেদ আদির সঞ্চার ফলিতার্থ ব্যর্থ তাহা অনর্থের সূত্র। সপ্রমাণ পরাশর মহাবির পুত্র॥ বেদবেত্তা মহীদেব সর্ব শাস্ত্রাধার মূর্ত্ত। অন্যপরে কিবা কথা তাঁহারি স্থূলাঙ্গুল॥ অতএব হন ভ্রম উপশম যাঁয় তবে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান হৃদেধর॥ অন্যায়াগে

কাল ফাঁসে হইবে বিমুক্ত। মুক্তিসিদ্ধ এই টি সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত॥ অতএব ভ্রমেও নাযাও ভুজ বত্মে। যদ্দারা পতন হবে নাহ বিঘ্ন আশু বর্ত্তে॥ জানিত একমাত্র ভুমি অল্পকাল ভোগ। তন্মধ্যে কণ্টক মাত্র ভ্রম মূর্খ রোগ। অশুভের যে মূলের আমূল পর্য্যন্ত। প্রশান্ত না হয় যেন অন্ত কারণ মন্ত্র॥

পঞ্চম।

পয়ার। কেন মন অকারণ ধন অন্বেষণ। করহে করিয়া বহু ক্লেশেতে যতন॥ বারণ সমান ভ্রম বিষয় কাননে। ভবিষ্যৎ না ভাবি সা কি হইবে ধনে॥ জ্ঞান শূন্য পশু হেন হয়ে কেন মন। অনর্থক ভ্রমণ করহ সেই বন॥ পাবে কি হইবে তাহা লালাসিয়া সার। করি ভুমি স্বেচ্ছামত আহার বিহার॥ সুখ অন্বেষণে আছ অবিরত রত। জাননা কৃতান্ত বাঘ কাছে রাক ছত॥ তাহার বিকট দন্ত নিকট তোমার ভূষিত কনক কায করিবে আহার॥ দন্তের

যত বুঝ কিছু নহে নিত্য। কেবল নিখিল কর্ত্তা
এক হন সত্য॥ ক্ষণপ্রভা সম যেন প্রকাশে আ
কাশে। ক্ষণেক বিলম্বে সেই পুনঃপায় নাশে॥
দেহকে রতন ভাবি যতন বৃথায়। ক্ষণেকে
নবীন ক্ষণে পুরাতন পায়॥ যেন পুরাতন ত্যা
গি নব বাস পরে। সেইমত পরমাত্মা কায়া
ত্যাগকরে॥ অতএব মন ভায়া হিত বাক্য ধর
অনিত্য আশ্রয় সব পরিত্যাগ কর॥ কিছুই কি
ধনে তব সঙ্গে নাহি যাবে। জীবন যৌবন ধন
পড়িয়া রহিবে॥ কামনা বিহীন হও এই যুক্তি
স্থির। বিজ্ঞান খড়্গেতে কাট কামনার শির॥
নিষ্কাম হইয়া ভাব নিত্য নিরঞ্জনে। যাহার
সাধনে দুঃখ নাহি থাকে মনে॥ তবে পাবে
নিত্যভাবে নিত্যনিত্য সুখ। হইবে অভাব
দৃশ্য স্বভাবের সুখ॥ নিরাকার নিরাশ্রয় নি
ত্য নির্বিকার। নিরাধার অখিল সংসার আ
ধার॥ নিরাময় দয়াময় অনাদি অক্ষয়। কটা
ক্ষে করেন সৃষ্টি কটাক্ষেতে লয়॥ জ্ঞানের

গৃহিত কর নিবৃত্তি সহায়। প্রবৃত্তি বিনাশ হলে কত হিত তায়॥ অহঙ্কার যায় মোহ হইবে অন্তর। হংস যোগে অংশ ক্রমে রবে একস্বর॥ জগতের পতি পরিতুষ্ট সেই রবে। সর্ব্বক্ষণ তুমি মন তাহে তুষ্ট হবে॥ অতএব কি কহিব বারম্বার আর। অনিত্য সকলি মাত্র নিত্য এক সার॥

ষষ্ঠম।

পয়ার। মন তোরে বারম্বার কত কব আর। অসারে করিয়া সার কিহবে সুসার। যে ধনকে জানিয়াছ সুখের কারণ। সেই ধনে হয় পুন জীবের নিধন॥ দেখ দেখি ধনের কি অশুভ বিধান। দস্যু হস্তে কত লোকে হারায়াছে প্রাণ॥ ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তে কেহ রাজ্য ভুক্ত হয়। পুত্র হইতে জনকের জীবন সংশয়॥ ধনকি পরম শত্রু প্রভু যদি হন। দাস হয়ে করে তার মস্তক ছেদন॥ চৌর্য্য প্রবঞ্চনা ছল জীবন হনন। ভয় বল প্রদর্শন লগুড় ধারণ॥ এইরূপ আর

আছ পাপাচার। কেবল ধনের জন্যে কর ব্যবহার॥ ধন হৈলে মনুষ্যের মন বুদ্ধি হরে। শিষ্ট গুণ যত থাকে সব নষ্ট করে॥ অহঙ্কারি কটুভাষি নিষ্ঠুর প্রধান। কথায়২ লোকে করে অপমান॥ আপনাকে দেখে সদা অতি বুদ্ধি মান। ধনহীন জনে দেখে তৃণের সমান॥ ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র জানিয়া অন্তরে। ধর্ম্মাত্মাকে সদা জ্ঞান করে ধনেশ্বরে॥ দরিদ্র যদ্যপি হয় অতি বুদ্ধিমান। অহঙ্কারে দেখে তারে কীটের সমান॥ অতএব ধন সর্ব্ব পাপের আকর। ধন হৈতে শত্রু নাহি সংসার ভিতর॥ এমত শত্রুকে কভু মিত্র না ভাবিবে। সাবধান হেন ধন কভু না চিন্তিবে॥ অর্থেরে জানিয় মন অনর্থের মূল। পরমার্থ রত্নাকর মুক্তি অনুকূল॥ বিকার বিহিন বিভু বিশ্ব নিকেতন। অচিন্ত্য অপার অজ অনাদি নিধন॥ প্রাণ সত্ত্বে ঈশ্বর চিত্তে করহ চিন্তন। অনায়াসে এড়াইবে এভব বন্ধন॥

বাহিরবে। হীন বুদ্ধি হওয়ায় অনেকেই করে জপের নাহিক খোজ রক্তবর্ণ খোপা। কোন গুণ নাহি শুধু গাল ভরা গোঁপ॥

অভিমান ত্যাগকর তাহে দোষ ক্ষোভ। অজ্ঞানের মত শব্দ করোনা প্রমাদ॥ তুমি ভাব তুমি বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণ। জগতে তোমার তুল্য নাহি এক জন॥ আমি দেখি তুমি বড় পাগু অজ্ঞান। বিজ্ঞতা তোমাতে কিসে পায় সমা ধান॥ অজ্ঞসম কার্য্যেরত থাক রাত্রিদিন। লোকে জানে তুমি এক চতুর প্রবীন॥ ফলে ব্যবহারে তুমি অতিশয় হীন। শুষ্ক জীবনে যেন কেলিকরে মীন॥ লুব্ধ আশে ভ্রমে থাও ভ্রান্তিরূপ টোপ। কোন গুন নাহি শুধু গাল ভরা গোঁপ॥

অষ্টম।

পাপ। শুন ওহে মত্ত মন কর অবধান। নিকট বিকট কাল কালান্ত সমান॥ বিগত হতেছে কাল স্বভাবের গুণে। ভ্রমে নাশ্রব

কভু নিত্য নিরঞ্জনে ॥ অবিরত রত আছ ধন উপার্জ্জনে। তুমি যে নিধন হবে ভাব নাহি মনে ॥ অপূর্ব্ব আগারে বসি আনন্দ নয়নে। অনুক্ষণ নিরীক্ষণ কর পরিজনে ॥ কিসে সুখি হবে তারা এই অন্বেষণে। সতত ভ্রমণ কর বিষয় কাননে ॥ কেবল বিভোল হয়ে লয়ে পরিবার। মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে আছ অনিবার ॥ নিশ্চিন্ত জেনেছ সুখে চিরদিন যাবে। জীবন যৌবন ধন রবে সমভাবে ॥ উর্দ্ধস নয়ন তবু নাহি দেখ কিছু। দুরন্ত কৃতান্ত তব ফেরে পিছু২ ॥ পাশায় প্রকারে পাশ বাড়িতেছে মনে। অজপা হতেছে শেষঃ প্রতি ক্ষণে২ ॥ ভুমি যে সময়ে কোথা ছিল পুত্র দারা। চরমে পরম প্রিয় না রহিবে তারা ॥ এসেছ হে হস্ত পদ লয়ে দণ্ডি বেশে। গমন করিবে তাহা রেখে পরিশেষে ॥ পেয়েছ যে কলেবর পূর্ণ্য মনোলোভা। কালেতে হইবে লয় না রহিবে শোভা ॥ এসংসার সার নহে নাম মাত্র সার।

স্থিরভাবে ভাবিভাবে বুঝিবে আবার ।। দুর্লভ
মনুষ্য দেহ করিয়ে ধারণ । কামকলা বশে
কাল করিলে হরণ ।। তাই বলি মন ভায়া নহ
সুবিধান । পরমার্থ তত্ত্ব পথ করহে সন্ধান ।।
অবোধ উপাধি ছাড়ি সুবোধ হইয়ে । একাগ্র
সাধনা কর প্রবোধে লইয়ে ।। প্রবঞ্চনা প্রতা-
রণা পরিত্যাগ করি । পরহিতে রত থাক
দিবস সর্ব্বরী ।। কাম ক্রোধ আদি রিপু করিয়ে
শাসন । বিবেকের সহ কর জ্ঞান অন্বেষণ ।।
প্রচুর প্রযত্ন রথে করি আরোহণ । বুদ্ধিরে সা-
রথি করি করহ গমন ।। আলোচনা জলনিধি
করিলে মন্থন । অনায়াসে লব্ধ হবে জ্ঞান রত্ন
ধন ।। সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় ইচ্ছাতে যাঁহার ।
নিয়ম পালন কর সাধ্য মতে তাঁর ।। অহরহ
চিন্তাকর চিদানন্দ নাম । নির্ভয়ে যাইবে চলি
নিত্যসুখ ধাম ।।

নবম ।

একাবলীছন্দ । দেখ এমন সংসারে বিভব

উদয়ে কতই মনেতে ভাব॥ প্রণয় ভাবনা দিবা নিশি। কি হবে কি হবে সদা উদাসী॥ আছি মনে হয় পরম ধনে। হৃদ চিত মনে সদাই আনে॥ মায়াতে মোহিত হইল দেহ। ভ্রমেও তাঁহাকে ভাবেনা কেহ॥ অনিত্য চিন্তাতে রহিয়া ভুলি। ছায়ারূপ সহ করিছকেলী দারুণ মায়াতে মোহিত হৈয়া। কি করি কি হবে সদা ভাবিয়া॥ দিবানিশি ভাবে হইয়া চঞ্চল। পাপিগণ মনোভ্রমেতে সকল॥ জীবনে জগতে লইতে বল। পারিতে নারিলে রিপুকে বশ॥ তাহারা তোমার অনিষ্টকারী। সময়ে তোমারে ফেলিবে মারি॥ দারা সুত সব ভাবিয়া আপন। কি চিন্তে হৈয়া রহিলে হে মন॥ সৃজনকারী তব রে যিনি। তাহারে ভ্রমেও ভাবনা প্রাণি॥ জননী উদরে যখন ছিলে। তখন তোমারে কেবা রাখিলে॥ এখন সেসব গিয়াছ ভুলি। মায়া চক্রে সদা করিছ কেলী॥ বর্ম ধীর হৈয়া কহিছ হেতু। সন্তান ভাবেতে করেন

যত্ন॥ গর্ব্ভেতে ধরিয়া দশ মাস। মায়ের গর্ভে থাকে সদা অবশ॥ আহার নিদ্রায় না হয় সুখ। কতক্ষণে তব দেখিবে মুখ॥ প্রসব পরেতে, দেখিয়া মুখ। কতই মনেতে হইল সুখ॥ কত দিন পরে ভূমেতে হাটি। কত খেলা কর ধরিয়া মাটি॥ চলিতে তুমিতো পরে শিখিলে। পিতা মাতা পাঠ পড়িতে দিলে॥ কিছুদিন পরে করিয়া দারা। তাহার লাবণ্যে হইলে সারা॥ দারা কারাগারে হইয়া বদ্ধ। আপন ভাবেতে রহিলে শুদ্ধ॥ প্রভু [illegible] ভাবে রয়েছ তুমি। মিথ্যা [illegible] তব হয়েছে [illegible]॥ মনে ভাব আমি হয়েছি বড়। [illegible] মান সব আছয়ে বড়॥ অট্টালিকা [illegible] দেখিবে শোভা। বেলোয়ারি ঝাড় রেছে শোভা॥ ঘোড়া জোড়া নিয়া সদাই [illegible]। অহংকারে তুমি হয়েছ ভারি॥ কেহ যদি কহে প্রণয় কথা। ক্রোধভরে তাহে কহছে কথা॥ মনে ভাব আমি হয়েছি মানি। আমার সমান না দেখি প্রাণি

কিন্তু দুরাচার না ভাবিলি সার ৷ অহংকারে তুমি হয়েছ ভার ৷৷ তিলেক না ভাব কি হবে পরে ৷ যেজন তোমাকে সংকটে তারে ৷৷ সে বিনে আর নাহি অন্যজন ৷ কোনবে সংকটে ত্বারিবে তখন ৷৷ অতএব এই কহি যে আমি ৷ নিশ্চয় ভাবিয়া দেখহ তুমি ৷৷

দশম ৷

পয়ার ৷ মায়া বশে কেন মন করহে ভ্রমণ ৷ তিলেক না চিন্তাকর পরমার্থধন ৷ অহরহব্যগ্র হহ অর্থ উপার্জ্জনে ৷ বিভোল হইয়া ঘোর বিষয়ের বনে ৷৷ সতত বিবৃত আছ পরিজন তরে ৷ ভুলেও না ভাব কভু জগৎঈশ্বরে ৷৷ অপরূপ আশা অশ্বে করে আরোহণ ৷ দিবানিশি করিতেছ দেশ পর্য্যটন ৷৷ কিসে তারা হবে সুখী এই অভিলাষ ৷ চিন্তা হ্রদে পড়ে সদা গণিছ হুতাশ ৷৷ এইরূপ মিছে কাযে নিমগ্ন হইয়া ৷ কালক্ষেপ কর সদা বিভব ভাবিয়া ৷৷ প্রথমে কোথায় ছিল প্রিয়পুত্র দারা ৷ অন্তকালে না

রহিবে প্রিয়তম তার ॥ গবনীতে যত জীব হয় উৎপন্ন জন। ক্রমেং সময়ে হইবে নিধন ॥ প্রত্যক্ষ নয়নে হেরে মনেতে বোঝনা। অবশেষে এই ভাব কিছুই রবেনা ॥ আমিং বোলে সদা কর অভিমান। ভুলেও না কর কভু সর্ব্বেশ্বর ধ্যান ॥ মোহ ডোরে বদ্ধ হয়ে সকলি ভুলিলে। আপন মঙ্গল চিন্তা মনে না করিলে ॥ কেবল আছহ ব্যস্ত ধনের কারণে। তুমি যে নিধন হবে ভাব নাহি মনে ॥ অশেষ প্রকারে আশা বাড়িতেছে মনে। পরমায়ু হয় ক্ষয় প্রতিক্ষণে ক্ষণে ॥ অতএব বলি শুন ওরে মূঢ় মন। চিরদিন না রহিবে জীবন যৌবন ॥ অনিত্য বিষয়ে কেন করিছ [illegible] ক্ষণিক পরেতে যার হইবে পতন ॥ [illegible] মোহ আদি সবে পরিত্যাগ করি। পরহিতে যত্ন কর নিরস্তর হরি ॥ জ্ঞানরূপ অসি করে করিয়া ধারণ। কাম আদি রিপুগণে করহ ছেদন ॥ যাঁর ভয়ে রবি শশি করিছে ভ্রমণ। তাঁহার নিয়ম সদা কাহ পা

মন ॥ মনন কেবল কর নিত্য নিরঞ্জনে। অনা
য়াসে প্রাপ্ত হবে অমূল্য রতনে॥ ঐশ্বর্য্য মম
ভায়া স্থির ভাবে রয়ে। স্মরণ করহ তাঁরে একচিত্ত হয়ে॥

একাদশ।

পয়ার। ছিছি মন একি দেখি তব অভি
মান। রিপু পদে কাহাদেব দেহ অভিধান॥
তারা তব হিতকারি মঙ্গল নিলয়। তব সুখ
বৃদ্ধি হেতু সদা ভক্ত জয়॥ ঈশ্বরের রিপু তব
রিপু কভু নয়। তাহার কৃপায় সুখ লাভ অতি
শয়॥ অনঙ্গ তরঙ্গেতে থরতর [illegible] তা। আরোহণ
কর তাহে সুমতি সংহতি॥ কিন্তু ধৈর্য্য রাশ
রজ্জু ধর দৃঢ় করি। নহিলে পাথারে মধ্যে পড়ি
বে হে মরি॥ যে রতর গর্ত্ত সেই নাম কুম্ভীপাক
শরীর পুড়িত দুঃখে ঘটিবে বিপাক॥

রক্তবর্ণ দুনয়ন মাদকেতে মাতি। সংসার
কাননে ভ্রমে মত্ত এক হাতী॥ ক্রোধ নামে
খ্যাত সেই অতি ভয়ঙ্কর। কটুকথা মদ্য মুখে

থ্যত আছে সংসার ভিতর ॥ নয়নের অশ্রু তাহে হইয়াছে জল। তরঙ্গ তরঙ্গ শোভা করে টলং অজ্ঞান কাণ্ডারি তরি আরোহণ করি। সবে লোক মগ্ন হয়ে মরিং ফিরিং ॥ আপনি বলি ওহে প্রাণ স্বভাবের ক্রমে। অজ্ঞানের তরীতে সেও নাকো ভ্রমে ॥ প্রবোধ নামেতে আছে মাঝি বিশ্বম্ভর। তাহার তরিতে সুখে পারে হও করি অনায়াসে হইবে পার কিন্তু শুন মন। করুণাসিন্ধু নাম করোহে স্মরণ ॥

কানন ভিতরে আছে অপরূপ হ্রদ। সকলেই জানে তার নাম সম্পদ। সুধা সম বারি তার অতি মনোরম। তৃষা দূর করে তাহে পশু বিহঙ্গম ॥ কিন্তু বিচিত্র গুণ ধরে সেই বারি। পান মাত্র ক্ষিপ্ত হয় যত বনচারি ॥ কিসে যারা জ্ঞানহীন তাদের এগতি। জল পানে ক্ষিপ্ত কেন হইবে সুমতি ॥ দ্বিভাগে বিভাগ করা সেই জলাশয়। নিত্যানিত্য বিত্ত বারি দুই ভাগে রয় ॥ শুভকারি নিত্য বিত্ত বারি

সুখশয্যায় মুকুল ধরিয়া। বিকশিত সুশোভা প্রকাশ করিয়া॥ কীটের আহার হবে তবে বিধুবদন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

কুঞ্জবনে পুষ্পপুঞ্জ গুঞ্জরিত হবে। গুঞ্জরিত অলিকুল সুমধুর রবে॥ সমীরণ বয়ে তার সৌরভের ভার। নানাপথে ছুটে সহ ধায় বারবার কিন্তু পরক্ষণে হয় সে শোভা নিধন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

ভূধর সমীপে শোভে মনোহর বন। সুচারু তরুর শ্রেণী গাঁথা ঘনং॥ [illegible] দাবানল কোথা [illegible] দাহন করি করে ভস্মরাশি॥ হায় কোথা [illegible] গেল সেই সুরম্য কানন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

দীপের অনল ধরে নিরমল শিখা। সুবর্ণ সদৃশ শিখা সুবিমল [illegible]॥ আনন্দে অস্থির হয়ে পতঙ্গের দল। ঝাঁপ দেয় পরশিতে প্রবল অনল॥ ক্ষণমাত্রে পুড়ে হয় জীবন গমন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

স্থির গঙ্গার স্রোতে তরঙ্গ বিহীন [illegible] স্বচ্ছন্দে ভরে খেলে নানা মীন॥ চলেছে তরণী কত মন্দ বায়ু ভরে। দৃশ্য হয় মেঘরেখা পশ্চিম অম্বরে॥ পলকে প্রবল ঝড়ে মগ্ন নৌকাগণ। সংসার অসার এই কালের সদন॥

সংসারের কার্য্য ধার্য্য সুখে করে লোক। পুলক মাদকে মত্ত নাহি জানে শোক॥ সুখ হেতু প্রতিক্ষণ করে কত আশা। অন্তরের ভাব মাত্র হবে ভালবাসা॥ অবশেষে মনস্তাপে সে ভাব ভঞ্জন। সংসার অসার এই কালের সদন॥

এইরূপ সংসারের স্বভাব [illegible]; ক্ষণে ভাবান্তর হতেছে [illegible]॥ এই আছে এই নাই এই মাত্র রব। প্রবল তরঙ্গ ময় সংসার অর্ণব॥ অতএব তাহে মন [illegible] যাতনা। সংসার অসার এই কালের সদন॥

দ্বিতীয়।

পয়ার। একি ভ্রম কোথা ভ্রম মধুকর মন কেতকি কুসুমে কর মধু অন্বেষণ॥ ভ্রমে ভ্রম

আলশায় হারায়েছে দিশা। উড়েং মধু খেলে কত যাবে তৃষা ॥ প্রফুল্ল পঙ্কজ আছে অসারণ্য পার। সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

মায়াময় প্রেমবৃক্ষে ভুলেছরে মন। দ্বিজ হেরে নিজ সখ কর দরশন ॥ বিস্তার করেছ পাক্ষ পেয়ে তার শাখা। পক্ক ফল যত দেখ সব বিষ মাখা ॥ বারং কতবার বলিব হে আর সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

পরপ্রতি এত প্রীতি কেন দেখ মন। উভয়ের সম ভাব হয় কি কখন ॥ পরিজন প্রিয়জন কে হয় আপন। কর তত্ত্ব পর তত্ত্ব পরমার্থ ধন ॥ দারা পুত্র কলত্রাদি বল কেবা কার। সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

ঊর্ণনাভি যথা তন্তু করিয়া সৃজন। পুনর্ব্বার করে তাহা উদরে [illegible]। সেইরূপ সূত্র সম জীবের জীবন। মিছা কেন আয়ুঃ ক্ষয় কর অকারণ ॥ অতএব ধ্যানে ধর নিত্য সত্য সার সংসার অসার এই দুঃখের আগার ॥

হে।গে ভ্রান্ত সর্ব্বশান্ত নিত্য চিন্ত ধন। জগু ভাবে স্বর্গ কাণ্ডে লিপ্ত কেন মন॥ নিরাময় যিনি ধন দৃষ্টির গোচর। স্বর্গ চাহ তাঁর পরে গাড়ের ভিতর॥ ভবে আসা আশা কেন কর পুনর্ব্বার। সংসার অসার এই দুঃখের আগার।

শরীর অনিত্য।

শান্তিচ্ছন্দঃ। সুচারু শরীর এই ইন্দ্রিয়ের স্থান। জীবন যাহাতে করে সুখে অবস্থান॥ ভোগের বাসনা সদা বাস করে বুকে। পুরিবে সকল সাধ দেহ থাক সুখে॥

ওহে জীব একি ভ্রমঃ মিছে মিছি [illegible] ভুমঃ কুহক কাননে কেনঃ [illegible] প্রবেশ। মনোহর বটে দেহঃ যার প্রতি এত স্নেহঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ।

শরীর থাকিলে [illegible] সঞ্চার। ইচ্ছা সুখে নানা মত আকার নিহার॥ শোভায় সুখ্যাতি ছুটে বন্ধুদের মুখে। পাইব সকল সুখ দেহ থাক সুখে॥

শা।৩।যুক্ত কলেবরঃ তাহে যত্ন বহুতর, ধরি য়াছ মনো হরঃ নটবর বেশ। যায় বলে কর এ পেবল ভূতের কলঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

ইন্দ্রিয় সকল সদা নিজ কার্য্যে রত। পায় দ্বারে পরদারে সুখ কর কত॥ অভিলাষ করে নাশ সমুদয় দুখে। হইবে আশার জয় দেহ থাকে সুখে॥

না জেনে বিশেষ রীতিঃ অসার সংসারে প্রীতিঃ মাথায় কাটিয়া সিঁতিঃ বাঁকা কর কেশ। ইন্দ্রিয়ের বল যতঃ ক্রমে শব হবে হতঃ মাটির শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

ধন ধান্য ধেনু ধাম নিধি রবে বশ। বাহু বলে পৃথিবীরে করিয়াছি বশ॥ মড়ুহ বীর যত সব দেব ঠুকে; অধীন করিব সব দেহ থাকে সুখে॥

ধন ধান্য ধেনু ধামঃ নিধি রবে তাকে নামঃ চারিদিকে ধূম ধামঃ অশেষ বিশেষ। শমন

ধরি.৫ যবেঃ বাহুবল কোথা রবেঃ মা
শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ ॥

শোভার কারণ এই দেহের সৃজন। করিলে
সুন্দর বেশ তুষ্ট হয় মন॥ অহঙ্কার বাক্য বস
।ঃ বুঝাবে মূকে। রাজ্যের ঈশ্বর হব মেকি
থাক সুখে॥

শরীরের পরিপাটীঃ গায়ে যদি লাগে মাটি
তখনি ঢালিয়া জলঃ দূরকর ক্লেশ। পৃথিবী
কেবল মাটি। অনুরাগে হও মাটিঃ মাটির
শরীর এইঃ মাটি হবে শেষ॥

বিশয় সম্ভোগ ভোগে মতি নাই যার। ধিক২
নরাধম বৃথা জন্ম তা॥ বঞ্চিত শঙ্কিত সুখে
আপনার চকে। সম্ভোগ আমার ভোগ দেহ
থাক সুখে॥

কর্ত্তা তুমি সবাকারঃ তবে এত অহঙ্কারঃ বুদ্ধি
হেতু অধিবারঃ ভুক্ত দেশ২। বিষয়ে পাড়াও
টক্কাঃ পেলে অক্কা সব ফক্কাঃ মাটির শরীর
এইঃ মাটি হবে শেষ॥

সন্তোষ সরোজ সত্য সুখরসে পূর্ণ। জ্ঞানযোগে পান কর ভৃঙ্গ যাবে তৃষ্ণা॥ পাইয়াছ দিব্য চক্ষুঃ মনঃ মধুকর। দেখ দেখি কাল রৌদ্র অতি ভয়ঙ্কর॥ খাওরে সন্তোষ সুধা সুখ সরোবরে। সাধনা সোপানে সাধুসঙ্গ সহচরে॥ সন্তোষ সরোবরে যদি পিপাসা না যাবে। তবে ভাই মৃগতৃষ্ণা বল কে পুরাবে॥

ক্রিয়ার ফল।

পয়ার। পতন হইবে এই শরীর বৃক্ষ। তবে কেন কর বৃথায় যতন॥ পৃথিবীতে চিরস্থিত নহে কোন জন। পরীক্ষার হেতুমাত্র দেহের সৃজন॥ কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম যত সংসারেতে আছে। পরীক্ষা হইবে সব ঈশ্বরের কাছে॥ ইন্দ্রিয় সকল শাখা বৃক্ষ কলেবর। আশা পুষ্প ফল আছে ক্রিয়া বহুতর॥ সুফল কুফল তার ফলে যত। এক বৃক্ষে নানা ফল তার তার মত। কদর্য্য ফুলে ফলে যেই ফল। ফল না হয় তায় কেবল বিফল॥ সন্দেহ

লঘুত্রিপদী। পরমাত্মাজ্ঞানঃ আছে দীপ্তিমানঃ দেহরূপ রথোপরে। তাঁহারে স্মরণঃ কর গুরে মনঃ সদা আকিঞ্চন করে॥ জ্ঞানের প্রভাব হলে প্রাদুর্ভাবঃ স্বভাবতঃ পাশ্ব ভোসে। নিগুর স্বভাবঃ করিবে অভাবঃ সহাভে ন ভাবহে ওরে॥ স্থির মনঃ যদি অনুক্ষণঃ রাখ প্রেতি ছিকি করে। তাহাতে দুর্ঘটঃ নাহয় সঙ্কটঃ উৎকৃষ্ট ব্রতকেবা করে॥ হইলে অবাধ্যঃ সহজে অসাধ্যঃ প্রসিদ্ধ হইতে নারে। সেই জ্ঞানামৃতঃ হওনা বিস্মৃতঃ সমাদৃত কর তারে॥ সহাজ্ঞান থাকিলে স্থিরমন প্রতিক্ষণ দীপ্তি করে। কতশ বা রং বিপক্ষের পক্ষঃ প্রত্যক্ষ যাহারে ডরে॥ সেপাক্ষ দমনঃ রবে অনুক্ষণঃ শুন মনঃ কহি তোরে। বপু রিপু হয়ঃ বৰ্দ্ধিত নিশ্চয়ঃ হইয়া রহিবে পরে॥ শুভ কহাশয়ঃ ঘুচিবে সংশয়ঃ কালভয় যাবে দূরে। কালে কালাগতেঃ নাহবে ভাবিতেঃ এড়াবে কালের করে॥

সংসার। অজ্ঞান তিমিরাবৃত হয়ে অবিরত॥ দুরাচার মনঃ আর ভ্রমিবিরে কত॥ আরকিবা দেখ দিবা অবসান হও। প্রচণ্ড কালের দণ্ড ঘনাইয়া এও॥ কাল অন্তে সে কৃতান্তে কিসে দিবে ফাঁকি। এসময় মনে ভয় হয় নারে তাকি প্রবৃত্তিরে নিবৃত্তিরে করে একবার। স্থিরান্তরে অহংকারে দেখ কেবাকার॥ সকলি অনিত্য নিত্য কিছু মাত্র নাই। দিব্যজ্ঞানে দেখে শুদ্ধ বুদ্ধি হবে তাই॥ অতএব ভেবে চিত্তে চিন্তা কর দূর। চিন্তেপার তত্ত্ব পাবে চিন্তামণিপুর ভ্রান্তিরে করহ শান্তি শান্তি হবে লয়। নতুবা অশেষ ক্লেশ জানিবে নিশ্চয়॥ অচিন্ত অব্যক্ত যিনি অনন্ত অচ্যুত। তাঁর কর্মকাণ্ড মর্ম সকলি অদ্ভুত পদহীন তথাপি সর্বত্র গতাগতি। অকর্ণ শুনিতে পান অসম্ভব অতি॥ চক্ষু আদি শূন্য হলেও চিহ্ন পাই। বিশ্বমধ্যে তথাপি অদৃশ্য কিছু নাই॥ কটাক্ষেতে কোটীং বিধি ... ক্ষুদ্র। ইঙ্গিতে হয় পুন ব্যক্ত চরাচর॥ নিরাধারা

প্রত্যক্ষে পরিক্ষা লহ করিয়া ভক্ষণ॥ কিঞ্চিৎ পাইবা মর্ম্ম কহিলাম সার। ইহা ভিন্ন অন্যো পায় নাহি কিছু আর॥ বিশেষ বিস্তার তার চমৎকার অতি। সংগোপনে পার্ব্বতীরে কন পশুপতি॥ যথা।

হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জ্ঞানবাক্য।

ত্রিপদী। শুনঃ মন আমারঃ অসার এই সংসারঃ সুসার ভাবহ অকারণ। পুরাইতে মন আশঃ ধনকর অভিলাষঃ সেই ধনে কোন প্রয়োজন॥ নিঃধনের ধন যাহ। সদা চিন্তাকর তাহাঃ দুঃখ যাহে হয় বিমোচন। কিবল কালের [illegible] ভ্রমিতেছ রঙ্গরসেঃ অনুক্ষণ লাগিছে শমন॥ কাল নিবারণ না [illegible] অবিরামঃ আত্মা রাম সাপক্ষ হইবে। আত্ম তত্ব কর ধ্যানঃ পাইব পরমজ্ঞানঃ স্বীয়ধামে অনাশে যাইবে ভেবে দেখ মন আমারঃ তুমি কার কে তোমার

ইহা কিছু বুঝিতে নারিলে। সম্বন্ধ জীবনাবধি যথাতথা এই বিধিঃ মায়া মোহে সকলভুলিলে হয়েছে সবল দেহঃ করিলে উত্তম গেহঃ আনন্দে রহিলে মন বসি। নাবহিবে চিরকালঃ প্রবল হইলে কালঃ একেং সব যাবে খসি॥ মারিয়া নির্ঘাত কিলঃ ভাঙ্গিবে দ্বারের খীলঃ কপাট করিবে চুরমার। ছলবেশ্মে ছলকরিঃ ক্রমে সব লবে হরিঃ ছত্র শেষে হবে ছারখার॥ নিগূঢ় বন্ধন করিঃ লয়ে যাবে কেশে ধরিঃ তখন দোহাই দিবে কার। ভাই বন্ধু আদি যেবে তখন কোথায় রবেঃ ফিরে না দেখিবে এক বার॥ এহেন অমূল্য দেহঃ দেখি না দেখিবে কেহঃ শ্মশানে পাঠায়ে যবে রবে। আপন মঙ্গল চাবেঃ হরি স্মরি গৃহে যাবেঃ বন্ধুগণ প্রফুল্ল উৎসবে॥ পঞ্চেপঞ্চ মিশাইবেঃ রিপুগণ পলাইবেঃ সোনার অঙ্গ হবে ভস্মরাশি। তিলেক ভাবনা মনেঃ দিন যায় অকারণেঃ আনন্দে ভুলিছ হাসি হাসি॥

চতুষ্পদীছন্দ। শুনরে মন আমারঃ কেন হও দুরাচারঃ হয় অসার সংসারঃ ভেবে দেখ এই। মীত দেখ ভাইবন্ধুঃ সকলি সুখের সিন্ধুঃ পাইলে দুঃখের বিন্দুঃ কটুকহে সেই॥ যারে বল সহদর সে করে ধনে আদরঃ নাহি কেহ পরাপরঃ সবে বশ ধনে। ধনেতে বলয়ে ভালঃ গেলে তব মারে ভালঃ ঐহিকে ধনসম্বলঃ জানে সর্ব্বজনে॥ ঐহিক সুখ কারণঃ ধন চিন্তা অনুক্ষণঃ ত্যজিয়া অমূল্য ধনঃ কাঁচেতে যতন। শুনরে অবোধ মনঃ চিন্তা কর অনুক্ষণঃ পাইবে অমূল্য ধনঃ ভাবহ সেজন॥ তিনি সকলের সারঃ তেঁহ বিনে নাহি আরঃ যদি ভবে হবে পারঃ ভাব শ্রীচরণ অনিত্য বিষয় ত্যজঃ গুরু পাদপদ্ম ভজ ইষ্টদেব ভজঃ নিষ্টাকারি মন॥ যে জন্য সংসারে আসাঃ নাপুরিল সেই আশাঃ অশানতার হলো আশাঃ আশা নিবারণ। আশায় আসিয়া ভবেঃ মিছে কেন মর ভেবেঃ সদা চিন্তা কর ভবেঃ ভব নিবারণ॥ ভবেত ভবানী বাণীঃ

এইক্ষু ভবাদি বানীঃ বেদে ব্যক্ত শূলপাণিঃ করিলা সকল । তাহ না ভাবিয়া মনেঃ সদা রহ অন্যমনেঃ আছ ধন উপার্জ্জনেঃ হইয়া বিকল ।। অনিত্য ভাবিয়া নিত্যঃ পাসরিলে সত্য তত্ত্ব নাজানিলে কি যথার্থঃ ভুলিলে বিষয়ে । পাইয়া সংসার সুখঃ দেখিয়া কামিনী মুখঃ হারালে নির্ব্বান সুখঃ বলকি আশয়ে ।।

দ্বিতীয় ।

পয়ার । শুন বলি মন পরমার্থ পথ ধর ।। ধনোপার্জ্জনে আশা সদা ত্যাগ কর ।। ধন চিন্তা পরিহরি বিরাগ কর মন । তবেত তোমার কার্য্য হইবে সাধন ।। অনিত্য ধনেতে নিত্য জ্ঞান কর কেন । এধনেতে সুখ তব নহে কদাচন ।। যদিবল পুত্র কন্যা জন্য ধন চাই । সে তব নাসক্তি মাত্র অন্য কিছু নাই ।। ভাই বন্ধু আদি যত তনয়াতনয় । আপনহ বল কেহ কার নয় ।। তুমি ভাব মন হয় সকলি আমার । নয়ন মুদিয়া দেখ দেখি একবার ।। ধন আর

যৌবন এস্থিতি অল্পক্ষণ। ই- গর্ব্ব কর বল কি কারণ॥ মনে ভেবে দেখ মন রবি অস্তাচল তপন তনয় ক্রমে হতেছে প্রবল॥ পুত্র দারা পরিজন কে কোথা রহিবে। যখন শমন আসি কেশেতে ধরিবে॥ শ্মশানে তোমার অঙ্গ ভস্ম রাশি হবে। তাহা দেখি মিত্রগণ দূরেতে পলাবে॥ অতএব শুন মন আমার বচন। বিরলে বসিয়া ভাব সত্য নিরঞ্জন॥

তৃতীয়।

রাগিণী। মনেং ভাবি তাইঃ বিষয়ে কেহ নাইঃ পরমার্থ তত্ত্ব বর্ত্ত বিনা। সে পথে দিয়াছ কাঁটা অবিদ্যা লইয়া খটাঃ মহাবিদ্যা চিনিলা কেমনে॥ হায়রে মূঢ় মনঃ ধনমদে অন্ধজনঃ মত্ত হয়ে তত্ত্ব হারালিরে। আগু পিছু না চাহিলিঃ মায়াকূপে মগ্ন হলিঃ পারাবার নাহি ভাবিলিরে॥ পরিবার বারং, ভরণ পোষণ তার ভার বলি করিতে লাগিলি। জানত সংসারমে..., দুখে কেহ নহে কার, বারং একবার

করিলি॥ ন[illegible]ল কোনসুখ, দেখিয়া পুত্রের মুখ, দুখার্ণবে অগাসে ডুবিলি। পুরাণাদি বেদে ব্যক্ত, পুত্র দ্বারা মনুষ্য মুক্ত হয়ে বক্ষণে রহিলি॥ বিশেষ জানহ শেষ, নাহিক সুখের লেষ, ক্লেশ কেবল পরিবার। তুমিত ভাব আ[illegible]র বল কেবা হয় কার অসার সংসার অনিবার॥ পরমার্থ তত্ত্ববর্ত্ত, তাহাতে হয়ে নিবর্ত্ত মুক্তিপথ করিলে বারণ। হায়রে মন আমার ভাবিয়া সংসারাসার, সারাহলে শরীর পতন॥ মানালিলে গুরুবাক্য, অসার করিয়া লক্ষ, ভক্ষণ করহ নিজ আয়ু। মনেতে কি জাননাই, নিশ্বাসেবিশ্বাস নাই হংসরূপে ক্ষয় হয় বায়ু॥ [illegible], শুনমন সর্ব্বক্ষণ, এই যুক্তি করযদি সার। ঘুচিবে শমন ভয়, রিপুগণ হবে ক্ষয়, [illegible]বণ যদ্যপি লহ তাঁর॥

চতুর্থ।

পয়ার। জীবনং বিষ্ণু ক্ষিতি অল্পগন্ধ। শিবং দারা শব্দ বর অনুক্ষণ॥ বসুং সতী

পাপ পত্রের জীবন। রাং হারা যারা কুভাজন॥ রসনা রস নাপায় অন্যরসে খায়। নিরঞ্জনে নিরঞ্জন নয়ন না চায়॥ মন মনোদ্ভব রসে সদা অভিলাষী। আত্মা আত্মারাম সঙ্গে না হয় বিলাসী॥ প্রয়োজনে প্রয়জন রাখে সর্ব্ব জন। সর্ব্বজনে সর্ব্বজন নাকরে যতন॥ ভাবস ২ স্তত্য ভবানীর পদ। ভবে ভবে ভেবে সবে হবে নিরাপদ॥ ভাবিং ধর্ম্ম কর্ম্মে করে ফের ফার সেফেরে সে ফেরে নাকো হৃদে কালীযার॥ অভয় অভয়া পদ সার কর মন। বিপদ বিপদ ভয়ে করিবে গমন॥ রহ অহ দুঃখ কেন অনিত্য বিষয়ে। বিষয় বিষয়ে মন আছ কি আশয়ে আশয়ে আশয়ে মাত্র আনা বারবার। বার২ তুমি আর আশা কর আর॥ আর আর বার বার বাক্য নাহি মানে। মনেং ভাবি দেখ আছিলে কেমনে॥ কেমনে আছিলে মম না হয় স্মরণ। স্মরণ করহ সেই অভয় চরণ॥ অভয় চরণ সত্য অপারের পার। পার হই

ধারে তরি গুরু কর্ণধার॥ সার পথ চিন্তা কর ঘুচাও অসার। অসার ভব জলধি নাহি পারাবার॥ পারাবার করিবারে গুরু কর্ণধার। কর্ণধার বিনে তরি কে বল তরায়। ত্বরায় হইবে পার তাঁহার কৃপায়॥ কৃপায় নিশ্চয় পায় শ্রীচরণে স্থান। স্থান মাত্র আছে সেই করিতে প্রস্থান॥ প্রস্থান করিতে যদি ইচ্ছা কর মন। মনোনীত আছে পাবে আনন্দ ভুবন ভুবন এবন সত্য সাধুর বচন। বচন কিবল সত্য গুরুর স্মরণ॥ স্মরণ করিয়া মনে দেখ ক্ষণে ক্ষণ। ক্ষণ মাত্রে জয়ি হবে তপন নন্দন নন্দন নন্দন করি হারালে সময়। সময় নাহিক আর দিন দিন যায়॥ যায়২ দিন যায় ক্রমে বল হীন। হীন হইয়াছ মন পূজন বিহীন বিহীন পূজনে সত্য দেখিবে শমন। শমন বারণ কর ভাব শ্রীচরণ॥

পঞ্চম ।

দীর্ঘ পয়ার । যদি যাবে ভব পার২ । পার
হইবারে আছে গুরু কর্ণধার ॥ দেখ তেঁহ বিনে
আর২ । আর কার ভার আছে করিবারে পার
ভাব গতি নিরঞ্জন২ । জ্ঞানাঞ্জনে তুষ্ট কর যুগল
নয়ন ॥ দেখ নয়নের তারা২ । বিফল ভাবিছে
তাঁরা নাদেখিয়ে তারা ॥ তারা তত্ত্ব করে
কারা২ । তারা মাত্র আছে সদা দেখিবারে
তারা ॥ সে তারা শিব ময়২ । শিব হীন তারা
কেন দেখ সমুদয় ॥ ভাব অহিকের সুখ২ । এ
সুখেতে কিসুখ দেখ দর্পণেতে মুখ ॥ ভাব
সংসার সুসার২ । কিসুসার করিয়াছ কি করেছ
সার ॥ এই অসার সংসার২ । ভাই বন্ধু আদি
কুটুম্ব কেবা কার ॥ তুমি ভেবে দেখ মনে২ ।
কোথা এলে কোথা ছিলে বলহ কেমনে ॥
যদি নাহয় স্মরণ২ । সাধু বাক্য দিব্য চক্ষে
কর দরশন ॥ আর দেখহ বিশেষ২ । শ্মশানে
গমন কালে ধরে কোন বেশ ॥ দেখ অপূর্ব্ব

এ দেহ২। মাটির সঙ্গে মাটি হয় নাহি দেখে
কেহ॥ তখন কার পরিবার২। দেখিয়া উথাচ
মনোনাকর বিচার॥ কেবল সামান্য ধনেহ২ মন
রাখি হারালে মন অমূল্য ধনে॥ যদি মনেতে
ভাবনা২। ভাবনা যাবে না সত্য দ্রৌপদি ভাবনা
হরি হরিবেন কাজ২। কাহ কাহার সত্য
আছে চিরকাল॥ কাল কাহার কাঙ্গাল২।
কালী কাঁধী হয়া সত্য নাম আছে বাকী॥
তার বিরুদ্ধে বসিয়া২। চিন্তামণি সঙ্গে রঙ্গে
মূলাধারে গিয়া॥ এনে কুণ্ডলিনী সহ২। সদা
নন্দে ষড়ানন্দে ভ্রমণ করহ॥ যাবে দূরে মন
স্তাপ২। অনুক্রম মুক্তি করি বাম পার্শ্বে পাপ
পুনঃ কর২ সুজন২। তুমি হে ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা।
ভেবে দেখ মনঃ॥ তুমি এসব ক্যাজির
দ্বারা সঙ্গে আছ রঙ্গে বিষয়ে মজিয়া॥ বাটি
পণ্ড সচেতন২। যা কর তা কর কিন্তু ভেবে দেখ
মনঃ॥ তাহে লভ্য এই হবে২। দিনেশ ভনয়
ক্লেশ লেশ না হইবে॥ আর দেখ যত ঝাঁকি২

যুক্তাতে মন্ত্রণা জায়া তত্ত্ব নাশ থাকিয়া দেখ
মুদিয়া নয়নং। কেবা কার ভগিনী কার ধন
জন ॥ তুমি মজিয়া বিষয়েং। কিছু না করিলে
তত্ত্ব অনিত্য ভাবিয়ে ॥ আছ কি আনন্দে
মনং। ফুরং গতো দিন প্রবল শমন ॥ কর উ
পায় যাহয়ং। দেখ যেন শেষ কিছু ক্লেশ নাহি
হয় ॥ নব ভবে কি করিলেং। ভেবেং তোমা
মন তয় না তাজিলে ॥ কর ভব নিবারণং।
অভয় চরণাম্বুজে মগ্ন হও মন ॥

রাগ।

চতুষ্পাদী ছন্দ। ক্রমেতে প্রবল কলিং কণ্টক
অধর্ম্ম কলিঃ তাহে সদা মন অলিঃ ধায়ং ধায়
রে। মোহরূপ তাহে গন্ধঃ তাহাতে লাগিবে ধন্ধ
মনে না করিলে সন্ধঃ হায়ং হায় রে ॥ তাহে
পাপ মকরন্দঃ ভক্ষণে হইবে মন্দঃ কোথা রবে
সদানন্দঃ দেখং দেখরে। মন দিয়া শুন মনঃ
কেন হও উচাটনঃ আমার বচন মনঃ রাখং
রাখরে ॥ বিশ্বাস করনা মনেঃ সংসার কেতকী

আনন্দ এবং উল্লাস।

অন্তঃকরণের অন্যং ভাববোধক শব্দের ন্যায় আনন্দ এবং উল্লাস এই উভয় শব্দ ও সহজে অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু তাহারদিগকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অতিশয় কঠিনতা বোধ হয়। কথিত শব্দদ্বয় অন্তঃকরণের সুরম্য ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে আনন্দ জীবনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ি এবং তৃপ্তিজনক, কিন্তু উল্লাস ক্ষণিক এবং চিত্তের বৈকল্যকারি, যেরূপ বিদ্যুতের আভা নিমেষ মাত্র প্রকাশিত থাকিয়া মেঘমধ্যে বিলুপ্ত হয় সেইরূপ উল্লাস এক সময়ে অত্যন্ত পুলকের হেতু হইয়া পরক্ষণেই অন্তঃকরণকে বিমর্ষ করে, কিন্তু আনন্দ মনুষ্যকে স্থৈর্য্যপথে স্থাপন পূর্ব্বক চন্দ্রের কোমল জ্যোতির ন্যায় চির প্রফুল্লতা প্রদান করিতে থাকে।

উল্লাসের উচ্চৈঃশব্দ এবং বিকট হাস্য কালীন মনোমধ্যে বিবেচনার প্রবলতা থাকেনা কিন্তু আনন্দ আপনার শান্তস্বভাব রক্ষা করিয়া

দ্যাদি মানসিক কার্য্যের পশ্চাতেং গমন করিয়া তাহারদিগের উৎকৃষ্টতা জন্মায়, এবং হৃদয়কে বিরক্তি ও অধৈর্য্য প্রভৃতি মলিনতা হইতে মুক্ত রাখে। এই প্রকার নানা কারণ দৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাসঅপেক্ষা আনন্দকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানকরি।

যেপ্রকার শিশুগণ আপন আনন্দের কারণ না জানিয়া ক্রমেং হাস্য দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করে এবং ভাষার তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া বাক্য উচ্চারণে উৎসুক হয়, সেইরূপ আনন্দ যুক্ত ব্যক্তির সংসর্গে আমারদিগের মন এক আশ্চর্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ও নিজ আহ্লাদের হেতু অনুভব না করিয়াও অনায়াসে আনন্দ নীরে অবগাহন করে, এবং প্রশংসা ও প্রণয়কে সঙ্গে করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হয়। যেরূপ এক চন্দ্রের কিরণ দ্বারা কি পর্ব্বত কি নগর কি বন সমুদয় শোভাযুক্ত হয়, সেই রূপ সমাজস্থ এক জন সদানন্দ ব্যক্তি কর্ত্তৃক

ধর্ম্মাদ্যজন্য সকল লোক আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। ফলতঃ যদিও মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বটে তথাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে যে যাঁহারা সদ্বিদ্বান এবং পুণ্যশীল তাঁহারদিগের অধিকাংশ লোক আনন্দ স্বভাববিশিষ্ট। কোনং ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করিয়াও স্বভাবতঃ আনন্দিত রহেন কিন্তু বিদ্যা সেই স্বভাবকে মার্জ্জিত করিয়া ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতে থাকে এবং তাহার উন্নতি জন্য নানা প্রকার উপায় করে। বিষয়বিশেষে এই আনন্দ বহুবিধ ভাব ধারণ করে তাহারমধ্যে দ্বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট যাহা আমাদিগের চিত্তকে নিয়তই আহ্বান করিতেছে।

প্রথমতঃ পরমেশ্বর যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য অলঙ্কারে এই বিশ্বকে শোভিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ মাত্রেই আমারদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় আহ্লাদ এবং প্রেমের সহিত সৃষ্টিজনকের প্রতি উড্ডীয়মান হয়। যে সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ হইয়া প্রতি দিন উত্তাপ এবং

আলোক বিতরণ পূর্ব্বক সমুদয় প্রকোষ্ঠায় ও সৌন্দর্য্যশালী দ্রব্যের উৎপত্তি করিতেছে, যে সকল বৃক্ষ লতা তৃণ পুষ্প ফল পর্ব্বত গহ্বর নদ নদী সমুদ্র ও দ্বীপ প্রভৃতি বস্তু পরস্পর শক্তির দ্বারা চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যে সকল বিচিত্র কান্তিযুক্ত বনপাল এবং সুস্বর বিশিষ্ট পক্ষী স্বর সৌন্দর্য্য ও মধুর ধ্বনি দ্বারা কানন এবং উদ্যান পরিপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের মনোহরণ করিতেছে তাহারা আনন্দ যুক্ত ব্যক্তির প্রতি অকাতরে আনন্দ প্রদানে সদা নিযুক্ত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত সন্ধ্যা কালে যখন কোটি২ দীপশিখা আকাশ মণ্ডলে প্রজ্বলিত হয়, প্রভাত সময়ে সূর্য্য লোহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া কোমল ভাবে প্রাণিগণকে স্ব২ কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করেন, পূর্ণিমার রজনীতে যখন বিশ্ব একঅজ্জ্বল্য সুখময়বস্তু হইলে বায়ুর হিল্লোল ছলে ক্লেশকে আপন ক্রোড় হইতে দূরীভূত করেন এবং বসন্তাদি সমুদয় ঋতুযোগে

যখন পৃথিবী কখন।তীত আশ্চর্য্য বেগে ধাবন পূর্ব্বক দিবা নিশি কেবল গমন করিতে থা কেন তখন অথ। এই সকল কালে কোন ব্যক্তি প্রতিপদে আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ভূমিতে একবার মাত্র পাদ বিক্ষেপ করিতে পারেন।

পরন্তু যখন আমরা জ্ঞ নিস্বরূপ হইয়া বিবেচনা করি যে কেবল এক আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি স্ব২ স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দিবা রাত্রি প্রাতঃ সন্ধ্যা শিশির বসন্তাদি ঋতুর সৃষ্টি ও অন্য২ নানা প্রকার জগতের উপকার করিতেছে কেবল কতিপয় কিরণের গুণে শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত পীতাদি সমুদয় বর্ণ বিশ্বকে এপ্রকার আশ্চর্য্য রূপে ভূষিত করিতেছে এবং সেই অল্প কিরণের অভাবে দ্রব্যের রূপ অর্থাৎ বর্ণ কদাপি সম্ভবেনা। এই রূপ পরমেশ্বর অতি অল্প নিয়ম ও কৌশল দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অতি সহজে পালন করি

১ গীত।

রাগিনী ঝিঝিট

তাল মত।

তাহাতে গ্রথিত হয়ে আছে ত্রিভুবন ;
সুত্রে গ্রথিত যেমন থাকে মনিগণ ।।
রসরূপা জলে থাকেনঃ চন্দ্র সূর্য্য প্রভা মে ঃ
মনুষ্যে আভা করেনঃ সেই ব্রহ্ম সনাতন।
চতুর্ব্বেদের মধ্যেতেঃ স্থিতি প্রণব রূপেতেঃ
শব্দ রূপে গগণেতেঃ যাহার স্থাপন।
পর ব্রহ্ম পরমাত্মাঃ তিনি সর্ব্ব ময় কর্ত্তাঃ
সকল তাহারসত্ত্বাঃ সর্ব্বশাস্ত্রে নিরূপন ।।

২ গীত।

রাগিণী দাডেনা বাহার।

তাল আড়াঠেকা।

ফলত জগত মিথ্যা কিছুই নহে সত্য।
বেদান্ত মতে কহিছে এই নিরূপ্য তত্ত্ব ।।
তবে যে অদ্ভুত সৃষ্টিঃ দীপ্তমান হইলে দৃষ্টি
কেবল মরীচাকৃষ্টিঃ ময় পদার্থ।